



## 10922 - ধুমপান নষিদ্ধ হওয়ার কারণ

প্রশ্ন

ধুমপান নষিদ্ধ হওয়ার কারণ কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

প্রশ্নকারী বলেন, সম্ভবতঃ আপনি জানেন বর্তমান পৃথিবীর সকল জাতি, মুসলমি বা কাফরে সবাই ধুমপানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। যহেতে তারা ধুমপানের কঠিন ক্ষতিসম্পর্কে অবগত। যা কিছু ক্ষতকির ইসলাম সটোক হারাম করে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “ক্ষতগ্রিস্ত হওয়া বা ক্ষতি করা কোনটা নয়”। নঃসন্দহে পানীয় ও খাবার-দাবারের মধ্যে কিছু রয়েছে উপকারী ও ভাল। আর কিছু রয়েছে ক্ষতকির ও মন্দ। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর বশেষিট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: “তিনি ভাল জনিসিসমূহ তাদের জন্য হালাল করেন এবং মন্দ জনিসিসমূহ তাদের জন্য হারাম করেন”। ধুমপান কি ভাল জনিসি; নাকি মন্দ জনিসি?

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরও উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ্ অর্বাচীন কথাবার্তা, অধিক প্রশ্ন করা ও সম্পদ নষ্ট করা থেকে বারণ করছেন।” এবং আল্লাহ তাআলা সম্পদ অপচয় থেকে নষিধে করে বলেন: “তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।” এবং তিনি রহমানের বান্দাদের বশেষিট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “যারা যখন দান করতে তখন অপচয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। বরং তাদের দান হয় ভারসাম্যপূর্ণ।” বর্তমানে গোটা বিশ্ব জানে যে, ধুমপানের পছিনে ব্যয়কৃত অর্থ সম্পদ নষ্ট করার নামান্তর; যাতে কোন প্রকার উপকার নাই। বরং ক্ষতির পছিনে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। পৃথিবীতে ধুমপানের পছিনে যত অর্থ ব্যয় হচ্ছে যদি সবে অর্থগুলো সঞ্চার করা সম্ভব হত তাহলে এ অর্থ দিয়ে ক্ষুধাগ্রিস্ত অনেকে জাতিকে রক্ষা করা যত। কোন ব্যক্তি যদি একটি ডলার হাতে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার জন্য কোন আফসোস করার আছে? এই ব্যক্তির মধ্যে ও ধুমপায়ীর মধ্যে পার্থক্য কী? বরং ধুমপায়ীর নরিবুদ্ধতি আরও বেশি জঘন্য। কারণ যে ব্যক্তি ডলার পোড়াচ্ছে তার নরিবুদ্ধতি পোড়ানোর মধ্যই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ধুমপায়ী অর্থ পোড়াচ্ছে এবং নিজের শারীরিক ক্ষতি করছে।



তনি:

কত দুঘন্টনার কারণ হচ্ছে ধুমপান। সিগারিটে য়ে গণ্ডাটি ফলে দেয় ঐটি কত অগ্নিকাণ্ডরে ঘটনা ঘটয়িছে। ঐর কারণে গণ্ডা বাড়ী বাড়ীর লোকজনসহ পুড়ে শেষে হয়ে গেছে; কবেল বাড়ীর মালকিরে ধুমপানের কারণে। গ্যাস লকি হচ্ছেলি আর ঐর মধ্যে সয়ে ব্যক্তি সিগারিটে ধরয়িছেলি।

চার:

ধুমপানের ধণায় কত মানুষ কষ্ট পায়। বিশেষতঃ মসজদিে ঐপনার পাশে যদিকোন ধুমপায়ী দাঁড়ায়। সম্ভবতঃ ধুমপায়ী ঘুম থেকে উঠার পর তাদরে মুখরে দুর্গন্ধ সহ্য করার চণয়ে অন্য সব দুর্গন্ধ সহ্য করা অনকে সহজ। তাই সসেব নারীদরে জন্য বস্ময়; তারা কভাবে তাদরে স্বামীদরে মুখরে দুর্গন্ধ সহ্য করে যাচ্ছেনে!! য়ে ব্যক্তিরসুন কথিবা পঁয়াজ খয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু ঐলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নামায়রে জন্য মসজদিে হায়রি হতে নষিধে করছেনে; যাতে করে সয়ে ব্যক্তি দুর্গন্ধ দিয়ে মুসল্লদিরেকে কষ্ট না দেয়। অথচ পঁয়াজ ও রসুনের দুর্গন্ধ ধুমপায়ী ও তার মুখরে দুর্গন্ধরে কাছে কছি না।

ঐই হচ্ছে কছি কারণ যগেলগোর প্রকেষতিে ধুমপান হারাম করা হয়ছে।